ব্রেস্ট প্লাস্টিক সার্জারি

ব্রেস্ট সার্জারির অন্তর্গত স্তন বড় করা, ছোট করা এবং ঝুলে যাওয়াকে ঠিক করা, ছেলেদের স্তন ছোট করা। এছাড়া বয়েস কমানোর বিভিন্ন চিকিৎসা যেমন ঝুলে যাওয়া চামড়া ঠিক করা, বিভিন্ন ধরনের অপারেশন না করে নিরাময় প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধি **বরুণ চক্রবর্তী**কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এসএসকেএম হাসপাতালের কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জেন **ডাঃ অরিন্দম সরকার**।

জন্মগত কারণে অনেক মহিলারই স্তনের মাপ ছোট হয়। এটা সাধারণত দু'দিকেই সমানভাবে দেখা যায়। কিছু জন্মগত অসুখে একদিকের স্তন বাড়ে না। যেমন—পোল্যান্ড সিনড্রোম ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণত স্তন না বৃদ্ধি হওয়ার কারণ পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত উভয় ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ অপারেশন করে স্তনের সাইজ বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব।

স্বাভাবিক সাইজ কী হওয়া উচিত :

বুকের ছাতির মাপ ইঞ্চিতে যা হবে তার সঙ্গে চার ইঞ্চি যোগ করতে হবে। এতে যা দাঁড়াবে সেটাই হচ্ছে সব থেকে ছোট স্বাভাবিক সাইজ। এছাড়া আরও অনেক মাপবার পদ্ধতি রয়েছে।

কীভাবে হয় : সাধারণত সিলিকন জেল ভর্তি বল বুকের পেশি (পেকটোরালিস) এর নিচে বা স্তন এবং বুকের পেশির মাঝের স্থানে এই বল ঢোকানো হয়। এই অপারেশনে সাধারণত রোগীকে ভর্তি হতে হয় না। এক বেলা হাসপাতালে থেকে রোগী বাড়ি চলে যেতে পারেন। রোগীর ডায়াবেটিস, প্রেসার না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণত দেখা যায় না। অতীতে ইমপ্ল্যান্ট দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে সিলিকন লিক বা ক্যাপসুলার কনট্রাকচার কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেলেও আধুনিক ইমপ্ল্যান্টে এটি সাধারণত দেখা যায় না।

স্তন ছোট করা বা ঝুলে যাওয়াকে ঠিক করা।

স্তন ছোট করা এবং ঝুলে যাওয়াকে সার্জারির মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব। সার্জারিতে রোগীকে ১ থেকে ২ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। একদিকের স্তন থেকে ৩০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি অতিরিক্ত ফ্যাট এবং টিস্যু বার করা সম্ভব। এর ফলে স্তনের মাপ স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এখানে বলা প্রয়োজন পুরুষদের স্তন বড় হলে তাকে চিকিৎসার পরিভাষায় গাইনি কোম্যাসটিয়া বলে। এটা সহজেই সার্জারি এবং লাইপোসাকসনের মাধ্যম নিরাময় করা সম্ভব। রোগীকে সেইদিন বা তার পরের দিন ছেড়ে দেওয়া সম্ভব।

বয়েস কমানোর বিভিন্ন চিকিৎসা : সার্জারির মাধ্যমে মুখের বলিরেখা কমানোকে ফস লিফট বলে। এতে কানের সামনে এক থেকে দেড় ইঞ্চি কাটা হয় এই দাগ পরবর্তীকালে আর দেখা যায় না। মুখের চামড়া সহজেই টান টান হয়ে যায় এবং এর ফলে দেখতে আট থেকে দশ বছর কম লাগে। এই সার্জারিতে রোগীকে হাসপাতালে দুই থেকে তিন দিন থাকতে হতে পারে। যারা সার্জারি করাতে চান না, তাদের জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে যেমন ডারমারোলার, কেমিক্যাল পিল এগুলির সাহায্যে সার্জারি প্রয়োজন হয় না। তবে এগুলিতে দুই সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ বাদে মোট চার থেকে ছয় বার স্ক্রিনিং করতে হবে।